আল্লাহর রাস্তায় সফর করার ফযিলত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরুদ শরীফের ফযিলত 5
বয়ান শোনার নিয়ত 5
আহ! তার ইন্তেকাল যদি এখানে না হতো! 6
মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সৌভাগ্যের বিষয় 7
সফরের মৃত্যু সর্বোত্তম 8
আল্লাহর রাস্তায় সফর এক স্বতন্ত্র নেক কাজ 8
আল্লাহর রাস্তায় সফর করার ফযিলত 9
আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা 10
আল্লাহর রাস্তায় সফরের অনন্য প্রভাব 11
আল্লাহর রাস্তায় সফরের দ্বীনি উপকারিতা 12
আল্লাহর রাস্তার মুসাফির হয়ে যান! 13
কাফেলাসমূহের উপর এত জোর কেন...? 14
কাফেলায় সফর করুন! 14
কাফেলা কল্যাণের সমাহার 16
ইলমে দ্বীন শেখার মাধ্যম 16
বৃদ্ধ কাঁদতে লাগলেন 17
ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য সফরের নির্দেশ 17
জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যায় 18
ইলমে দ্বীন অর্জন না করা অনুশোচনার কারণ 18
মসজিদকে ঘর বানানোর ফযিলত 19
আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন 19
নবীগণের পদ্ধতি 19
নফল নামায পড়ার সৌভাগ্য 20
আশিকানে রাসূলের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম 21
কাফেলায় সফর করুন! 22
নেক আমল নম্বর ১৫ 22
সালাম দেওয়ার সুন্নাত ও আদব 23
ঘোষণা 24

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 25
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 25
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 25
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 26
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 26
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 26
(৬) দরূদে শাফায়াত: 27
(১) এক হাজার দিনের নেকী 27
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 27
সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২২ অক্টোবর ২০২৬ইং 28
সালাম দেওয়ার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব 28
অসদাচরণ থেকে মুক্তির দোয়া 28
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 30
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 31
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 33
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 33
মাসিক ৪টি নেক আমল 34
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 34
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 34

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়তও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযিলত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَ مَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِيْ دَارِالدُّنْيَا হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব-নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তি লাভকারী ব্যক্তি সে-ই হবে, যে তোমাদের মধ্যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করবে। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস: ৮২১০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহ! তার ইন্তেকাল যদি এখানে না হতো!

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছিলেন, যিনি মদীনা শরীফেরই বাসিন্দা ছিলেন, সেখানেই তার জন্ম হয়েছিল, অবশেষে মদীনা শরীফেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। তার জানাযা প্রস্তুত করা হলো, প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জানাযার নামায পড়ালেন। জানাযার নামায পড়ার পর তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: يَا لَيۡتَهُ مَاتَ بِغَيۡرِ مَوۡلِدِهٖ আহ! তার ইন্তেকাল যদি তার জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোনো শহরে হতো...!!

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এতে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এর মধ্যে কী রহস্য রয়েছে? ইরশাদ করেন: যখন কোনো মানুষ তার জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোনো শহরে মৃত্যুবরণ করে, তখন তার জন্মস্থান থেকে শুরু করে তার মৃত্যুর স্থান পর্যন্ত সমস্ত জমিনের পরিমাপ করে ততটুকু স্থান তাকে জান্নাত থেকে দান করা হয়। **(নাসায়ী, কিতাবুল জানাইয, পৃষ্ঠা: ৩১৩, হাদীস: ১৮২৯)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুমিন বান্দারও কেমন অনন্য মর্যাদা...!! না জন্ম নেওয়া আমাদের ক্ষমতায় রয়েছে, আর না মৃত্যু আমাদের ক্ষমতায় রয়েছে। আমরা জন্মগ্রহণ সেখানেই করি যেখানে আল্লাহ পাক চান, রূহও সেই স্থানেই বের হয় যেখানে আল্লাহ পাক চান। কিন্তু যেহেতু বান্দা মুমিন, তার অন্তরে ঈমানের নূর বিদ্যমান রয়েছে, সে গলায় রাসূলের গোলামীর শিকল পরে রেখেছে, তাই তার অনিচ্ছাকৃত কাজও আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল, এর উপরও সাওয়াব দান করা হয়। অন্যদিকে যে গোলামে

মুস্তফা নয়, অমুসলিম, তার স্ব-ইচ্ছায় করা ভালো কাজগুলোও কবুল নয়, সেগুলোর উপরও আখিরাতে কোনো প্রতিদান দেওয়া হবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সৌভাগ্যের বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি স্পষ্ট করে দিই যে, মদীনায় মৃত্যুবরণ করা সৌভাগ্যের বিষয়। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে: যার পক্ষে সম্ভব সে যেন মদীনায় মৃত্যুবরণ করে, কেননা যে ব্যক্তি মদীনায় মারা যাবে, আমি তার জন্য শাফায়াত করব। **(তিরমিযী, বাবে ফাদলুল মদীনা, পৃষ্ঠা: ৮৭৯, হাদীস: ৩৯২০)**

এই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যিনি মদীনাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মদীনাতেই অবস্থান করেছিলেন, অতঃপর মদীনাতেই ইন্তেকাল করলেন, প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আহ! তিনি যদি নিজের জন্মভূমিতে ইন্তেকাল না করতেন! এর অর্থ এই নয় যে, আহ! তিনি যদি মদীনায় না মরতেন; বরং ওলামায়ে কেরাম বলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণীর অর্থ হলো: আহ! তার জন্ম যদি অন্য কোনো শহরে হতো, অতঃপর তিনি সেখান থেকে আল্লাহর রাস্তায় সফর করে মদীনায় আসতেন এবং মদীনায় ইন্তেকাল করতেন, এভাবে তার জন্মস্থান থেকে শুরু করে মদীনা পর্যন্ত যে জমিন হতো, ততটুকু জমিন তাকে জান্নাত থেকে দান করা হতো।

(হাশিয়াতুস সিন্ধী আলা নাসায়ী, কিতাবুল জানাইয, ১/৬৬৩, ১৮৩২নং হাদীসের পাদটিকা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সফরের মৃত্যু সর্বোত্তম

প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীসে পাক থেকে প্রমাণিত হলো যে, সফরের মৃত্যু স্বদেশের মৃত্যুর চেয়ে উত্তম। **(মিরআতুল মানাজীহ, ২/ ৪৩৪)** অপর একটি হাদীসে পাকে ইরশাদ করেন: مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ অর্থাৎ সফরের মৃত্যু শাহাদাত।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানাইয, পৃষ্ঠা: ২৫৮, হাদীস: ১৬১৩)

আল্লাহর রাস্তায় সফর এক স্বতন্ত্র নেক কাজ

আমাদের সমাজে এটি একটি মানসিকতা, এই চিন্তা তৈরি হয়ে আছে... মুসলমানদের একটি সংখ্যা তো এমন যারা দ্বীনের দিকে আসেই না, জুমা ও ঈদের নামায পড়ে নেয়, এছাড়া কেবল আধুনিক জীবনযাপন করছে। এদের ছাড়া যারা নিয়মিত দ্বীনের প্রতি আগ্রহ রাখে ✯ দাড়ি শরীফ রেখেছে ✯ মাথা ঢেকে রাখে ✯ নামায পড়ে ✯ রোযা রাখে ✯ তিলাওয়াত করে ✯ দ্বীনদার হিসেবে পরিচিতও, সাধারণত এই লোকদেরও চিন্তা এমন হয় যে দ্বীন কেবল এতটুকুই: ✯ নামায পড়ে নিলাম ✯ রোযা রেখে নিলাম ✯ হালাল উপার্জন করলাম ✯ হালাল খেলাম ✯ আল্লাহ পাকের হক আদায় করলাম ✯ বান্দার হক আদায় করলাম আর ব্যস...!! আল্লাহর রাস্তায় সফর তাদের ডিকশনারিতেই থাকে না। সত্য বলছি; ✯ আমরা বাস স্ট্যান্ড পরিদর্শনে যাই ✯ রেলওয়ে স্টেশনে যাই ✯ এয়ারপোর্টে যাই ✯ প্রতিদিন হাজারো নয় লক্ষ লক্ষ মানুষ সফর করে ✯ কেউ তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে ✯ কেউ হালাল রিযিকের জন্য সফর করছে ✯ কেউ কোনো বিবাহে অংশগ্রহণের জন্য যাচ্ছে ✯ কেউ ঘুরে বেড়ানো ও বিনোদনের জন্য যাচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের এই মানসিকতা থাকে যে সফর তো কেবল এসব উদ্দেশ্যের জন্যই করা

হয়, বাকী রইল দ্বীন...!! এর জন্য সফর করার মতো মানসিকতা সাধারণত থাকে না, মানুষ মনে করে থাকে যে আল্লাহর রাস্তায় সফর করা ✯ দ্বীনি লোকদের কাজ ✯ দাওয়াতে ইসলামীর লোকদের কাজ ✯ তারা যারা পাগড়ী পরিধান করে ✯ দাড়ি রেখেছে ✯ যাদের দূর থেকে দেখেই আমরা চিনে ফেলি যে, অমুক ইসলামী ভাই আসছেন, আল্লাহর রাস্তায় সফর করা কেবল তাদেরই কাজ।

না...!! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রাস্তায় সফর দ্বীনের অংশ, এটি একটি স্বতন্ত্র নেক কাজ ✯ যেমন; নামায পড়া নেকীর কাজ ✯ রোযা রাখা নেকীর কাজ ✯ তিলাওয়াত করা নেকীর কাজ ✯ সদকা দেওয়া নেকীর কাজ ✯ তেমনি আল্লাহর রাস্তায় সফর করাও একটি পৃথক ✯ স্বতন্ত্র নেক কাজ এবং এর উপর সাওয়াব পাওয়া যায়।

আল্লাহর রাস্তায় সফর করার ফযিলত

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের রাস্তায় এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে, সেসব কিছু থেকে উত্তম।

(বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, পৃষ্ঠা: ৭২৬, হাদীস: ২৭৯২)

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোনো বান্দার উপর আল্লাহর রাস্তার ধূলিবালি এবং দোযখের ধোঁয়া একত্রিত হতে পারে না।

(তিরমিযী, কিতাবু ফাদায়িলিল জিহাদ, পৃষ্ঠা: ৪১৫, হাদীস: ১৬৩৩)

প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহর রাস্তার ধূলিবালি হলো সেই ধূলিবালি যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পথ চলতে গিয়ে শরীরে বা

পোশাকে বা পায়ে বা মুখে লাগে। হাদীসে পাকের অর্থ হলো, যেভাবে দুটি পরস্পর বিপরীত জিনিস একত্রিত হতে পারে না (যেমন; আগুন ও পানি একসাথে হতে পারে না), তেমনি আল্লাহ পাক আল্লাহর রাস্তার ধূলিবালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়াকে পরস্পরের বিপরীত বানিয়ে দিয়েছেন। এই দুটি এক জায়গায় একত্রিত হতে পারে না। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৫/৪৩৬)**

আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা

প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসাফিরগণ আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা। আরয করা হলো: কোন মুসাফির...? ইরশাদ করেন: যারা নিজেদের দ্বীনের জন্য এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে সফর করতে থাকে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট একত্রিত করা হবে।

(যুহদ লি-ইবনিল মুবারক, পৃষ্ঠা: ৪১৬, হাদীস: ১৫১৩)

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রাস্তায় সফরকারীদের কেমন মর্যাদা...!! আল্লাহ পাকের নবী হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর এটি এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি দুনিয়ায় নিজের কোনো ঘর তৈরি করেননি, সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় সফর করতেন, মানুষকে নেক কাজের দাওয়াত দিতে থাকতেন। একদা কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহ পাকের নবী عَلَيْهِ السَّلَام! আপনার ঘর কোনটি (যেখানে আপনি অধিক সময় অতিবাহিত করেন)? বললেন: মসজিদ আমার ঘর। **(মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, কিতাবুয যুহদ, ৮/৩২১, হাদীস: ১৮৭)** অর্থাৎ আমি অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটাই।

যেহেতু হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর এটি বিশেষ মর্যাদা ছিল যে, তিনি সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় সফর করতেন, তাই ইরশাদ করেন: যারা নিজেদের দ্বীনের খাতিরে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে সফর করতে

থাকে, কিয়ামতের দিন তাদের আল্লাহ পাকের নবী হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সান্নিধ্য নসীব হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেসব ইসলামী ভাই আল্লাহর রাস্তায় সফরের মানসিকতা রাখেন না, নামায পড়েন, রোযা রাখেন, হালাল রিযিক উপার্জন করেন, অন্যান্য নেক কাজ করেন কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় সফর করা তাদের ডিকশনারিতেই অন্তর্ভুক্ত নেই, তারা একটু চিন্তা করে দেখুন; আল্লাহর রাস্তার মুসাফির হওয়া কত ফযিলতপূর্ণ আমল!

আল্লাহর রাস্তায় সফরের অনন্য প্রভাব

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব, সোহরাওয়ার্দীয়া সিলসিলার অগ্রপথিক। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যে, হুযূর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার বুকে হাত রেখেছিলেন, তিনি বলেন: এর বরকতে আমার বক্ষ ইলমে লাদুন্নী (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান) দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ৭০)**

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাহাজ্জুদ পড়া, রোযা রাখা এবং নফল নামায পড়ার যে প্রভাব অন্তরে পড়ে, আল্লাহর রাস্তায় সফর করারও সেই প্রভাবই পড়ে থাকে। **(আওয়ারিফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা: ৭৫)**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! কত মহান কথা...!! তাহাজ্জুদ পড়লে কী হয়? ✯ অন্তর থেকে গুনাহের ময়লা ধুয়ে যায় ✯ অন্তরে নূর আসে ✯ বাতেনী রোগ দূর হয় ✯ নেক কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ✯ গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় ✯ বাতেন উজ্জ্বল ও চকচকে হয়ে যায় এবং সূফীয়ায়ে কেরামের নিকট এ বিষয়টিও নির্ধারিত যে, তাহাজ্জুদের নামায এবং নফল রোযা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে অন্তরকে পবিত্র ও পরিষ্কার করে। শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ✯ অন্তরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ✯ উজ্জ্বল ও

চকচকে বানাতে যে প্রভাব তাহাজ্জুদে রয়েছে ✯ যে প্রভাব নফল রোযায় রয়েছে ✯ যে প্রভাব নফল নামাযে রয়েছে, সেই প্রভাব আল্লাহর রাস্তার মুসাফির হওয়ার মধ্যেও রয়েছে। অর্থাৎ যত দ্রুততার সাথে তাহাজ্জুদের বরকতে অন্তর পরিষ্কার হয়, তত দ্রুততার সাথেই আল্লাহর রাস্তার মুসাফির হওয়া দ্বারাও অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়।

আল্লাহর রাস্তায় সফরের দ্বীনি উপকারিতা

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: যেভাবে চামড়ায় লবণ লাগানো, তা প্রক্রিয়াজাত করা এবং পরিষ্কার করার মাধ্যমে চামড়া নরম ও কোমল হয়ে যায়, তার দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়, তা পবিত্র ও পরিষ্কার হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর রাস্তায় সফরের বরকতে নফসে আম্মারা (অর্থাৎ মন্দের দিকে প্ররোচিতকারী নফস) নরম, পবিত্র ও সুগন্ধিময় হয়ে যায়, তার অবাধ্যতা দূর হয়ে যায়। এভাবে তা মন্দের দিকে প্ররোচনাকারী থাকে না বরং ঈমানী নূরে আলোকিত হয়ে নেক কাজের অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। **(আওয়ারিফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা: ৭৫)**

তিনি আরো বলেন: যে মুরীদ আল্লাহর রাস্তায় সফরে অবিচলতা অবলম্বন করে (অর্থাৎ সর্বদা ধারাবাহিকতা বজায় রাখে বা বারবার আল্লাহর রাস্তায় সফর করে) সে তার নফসে আম্মারাকে খুব দ্রুত সংশোধন করে ফেলে, তার মন্দ চরিত্র খুব দ্রুত উত্তম চরিত্রে রূপান্তরিত হয় ✯ সে সততা ও একনিষ্ঠতা লাভ করে ✯ তার বাতেনের অপবিত্রতা ভালো কাজে পরিবর্তিত হয় ✯ তার অবিচলতা নসীব হয় ✯ আল্লাহর রাস্তায় সফরের একটি বিরাট উপকারিতা হলো এর বরকতে আত্মতুষ্টি ও অহংকারের মূলোৎপাটন হয়, মানুষের নিজের দোষ-ত্রুটি তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, অতঃপর মানুষ সেগুলোর চিকিৎসায় লেগে যায়। **(আওয়ারিফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা: ৭৫)**

হাদীসে পাকে রয়েছে: যখন আল্লাহ পাক কোনো বান্দার মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন তার মধ্যে ৩টি গুণ সৃষ্টি করে দেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হলো; তার ত্রুটিসমূহ তার উপর স্পষ্ট করে দেন।

(শুয়াবুল ঈমান, কিতাবুয যুহদ, ৭/৩৪৮, হাদীস: ১০৫৩৫)

জানা গেল; আল্লাহর রাস্তায় সফরের সৌভাগ্য লাভ হওয়া কল্যাণের দরজা খুলে যাওয়ার নিদর্শন।

আল্লাহর রাস্তার মুসাফির হয়ে যান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখুন! এগুলো কত মহান উপকারিতা, আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহর রাস্তায় সফর এক পূর্ণাঙ্গ সাধনা, নিজের বাতেনকে পবিত্র করার সফলতম চিকিৎসা। তাই আমাদের উচিত ঘরে বসে না থাকা। সাধারণত কেবল রুটিনমাফিক জীবন চলছে, ঘর থেকে দোকান, দোকান থেকে ঘর, অথবা ঘর থেকে অফিস এবং অফিস থেকে ঘর, ব্যস নিজেরই শহর ও মহল্লায় পড়ে রয়েছি, বাইরে বেরই হচ্ছি না। দ্বীনের কাজ এভাবে হয় না, বাতেনের পবিত্রতা এভাবে নসীব হয় না ✯ অন্তর পরিষ্কার করতে হবে ✯ নিজেকে সংশোধন করতে হবে ✯ নেক কাজের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে ✯ গুনাহের প্রতি ঘৃণা অন্তরে পোষণ করতে হবে ✯ নেক নামাযী হতে হবে ✯ তাহাজ্জুদ গুজার হতে হবে ✯ চরিত্র সুন্দর করতে হবে ✯ চরিত্রবান ও আদর্শবান মুসলমান হতে হবে; এর জন্য ঘর থেকে বের হতে হবে, আল্লাহর রাস্তায় সফর করতে হবে। হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: হে ক্বারীগণ...!! হে সত্যের অন্বেষণকারীগণ...!! সফর করো! তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। **(আওয়ারিফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা: ৭৮)**

কাফেলাসমূহের উপর এত জোর কেন...?

একদা আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার ক্বাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর খেদমতে প্রশ্ন হলো; আপনি কাফেলার উপর এত জোর দেন কেন? সবসময় তো কেবল একটাই কথা: কাফেলায় চলো! কাফেলায় চলো! কাফেলায় চলো...!! এর রহস্য কী?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উত্তরে অত্যন্ত হিকমতপূর্ণ কথা বললেন, তিনি বললেন: পানি যখন এক জায়গায় জমে থাকে তখন তা ময়লা হয়ে যায়, আর প্রবাহিত হতে থাকলে তা পাক-পবিত্র থাকে।

অর্থাৎ যখন আমরা এক জায়গায় পড়ে থাকি, ঘর থেকে চাকরি, চাকরি থেকে ঘর, একই রুটিনে জীবনযাপন করতে থাকি, তখন এর কারণেও বহু বাতেনী রোগ জন্ম নেয়। কাফেলায় সফরের কথা এই কারণে বলা হয় যে, চলতে-ফিরতে থাকলে, অন্তত প্রতি মাসে ৩ দিনের কাফেলায় সফর করতে থাকলে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে থাকবে, আল্লাহর রাস্তায় সফরের বরকতে বাতেনী রোগের চিকিৎসা হতে থাকবে এবং আমরা ভেতর থেকে পাক-পবিত্র হয়ে اِنْ شَآءَ الله নেক ও চরিত্রবান মুসলমান হয়ে যাব।

কাফেলায় সফর করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী বিশ্বজুড়ে নেক কাজের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ায় ব্যস্ত রয়েছে। দাওয়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হতে একটি বৈশিষ্ট্য হলো; বর্তমানকার ফিতনাপূর্ণ যুগে এই দ্বীনি সংগঠন বহু নেক আমলের উপর আমল করা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় সফরকেই ধরুন! আমরা এই নেক কাজের এত ফযীলত শুনলাম, উপকারিতা শুনলাম,

আপনারাও হয়তো চিন্তা করছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় সফর কীভাবে করব? ঘর থেকে তো বের হয়ে গেলাম, এখন যাব কোথায়? যেখানে যাব, সেখানে থাকব কোথায়? রাত কোথায় কাটাব? এই সফরে গিয়ে করব কী?

সমস্যা তো আছেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী আমাদের এই সমস্যা দূর করে সহজ করে দিয়েছে। আমাদের কেবল প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিতে হবে, ঘর থেকে বের হতে হবে এবং ফয়যানে মদীনায় দারুস সুন্নায় পৌঁছে যেতে হবে ✯ অতঃপর কোথায় যাবে? এটি দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারী ✯ কোথায় থাকতে হবে? এটিও দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারী ✯ সফরের সঙ্গী কারা হবে? এটিও দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারী ✯ আমীরে কাফেলা কে হবে? এটিও দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারী ✯ সফরে চলে গেলাম, এখন সেখানে কী করবো? এটিও দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লাহর রাস্তায় সফরের জন্য কাফেলাসমূহের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা রয়েছে ✯ কাফেলায় গিয়ে কী করতে হবে? ✯ ফজরের পর কী করতে হবে? ✯ যোহরের সময় কী করতে হবে? ✯ আসরের পর কী করতে হবে? ✯ নেক কাজের দাওয়াত কীভাবে দিতে হবে? ✯ নিজের সংশোধনের ব্যবস্থা কীভাবে করতে হবে? ✯ কী শিখতে হবে? ✯ কী শেখাতে হবে? ✯ কখন ঘুম থেকে উঠতে হবে? ✯ কখন ঘুমাতে হবে? পুরো শিডিউল তৈরি করা আছে। ইলমে দ্বীন শেখা ও শেখানোর, নিজের ও অপরের সংশোধনের একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস তৈরি করা আছে। আমাদের কেবল সাহস করতে হবে, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিয়ে ফয়যানে মদীনায় পৌঁছাতে হবে। اِنْ شَآءَ الله এক চমৎকার পদ্ধতিতে আল্লাহর রাস্তায় সফরের সৌভাগ্যও নসীব হয়ে যাবে এবং এই মাধ্যমে নিজের ও অন্যের সংশোধনের

ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফেলা কল্যাণের সমাহার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলা কেবল একটি ইবাদত নয় বরং বহু ইবাদতের সমষ্টি, একটি নেকী নয়, বহু নেকীর সমষ্টি, কেবল কল্যাণ নয় বরং সর্বপ্রকার কল্যাণের সমাহার। কাফেলায় সুন্নাত শেখা ও শেখানো হয় ✯ ইলমে দ্বীনের দরস দেওয়া ও শোনা হয় ✯ দ্বীনি বয়ান করা ও শোনা হয় ✯ নিজের আমল পর্যালোচনা করার হালকা বসে ✯ সালাতুত তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন এবং সালাতুত তাওবার নফল নামায পড়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয় ✯ কুরআনী সূরাসমূহ মুখস্থ করা হয় ✯ ফরয নামাযসমূহ জামাআতের সাথে মসজিদে পড়ার সৌভাগ্য নসীব হয় ✯ এবং নেক লোকদের সান্নিধ্য অর্জিত হয়।

ইলমে দ্বীন শেখার মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাফেলা ইলমে দ্বীন শেখা ও শেখানোর সর্বোত্তম মাধ্যম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলার বরকতে ✯ সুন্নাত শেখার সুযোগ মেলে ✯ অযূ ✯ গোসল ✯ এবং নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা ও আহকাম শেখার সুযোগ হয় ✯ কুরআনে করীমের সংক্ষিপ্ত সূরা মুখস্থ করার সৌভাগ্য মেলে ✯ তাজবীদ ও ক্বিরাআত শেখা নসীব হয়, এবং এমন অনেক কিছু রয়েছে যা আমাদের শেখা প্রয়োজন, বরং কিছু কিছু ইলম তো এমন যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর শেখা ফরয। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলার বরকতে সেই ফরয ইলম শেখাও নসীব হয়ে যায়।

বৃদ্ধ কাঁদতে লাগলেন

একবার আশিকানে রাসূলের একটি কাফেলা আল্লাহর রাস্তায় সফরে ছিল, এই সময়ে মসজিদে শেখা-শেখানোর একটি হালকা অনুষ্ঠিত হলো, তাতে গোসলের ফরযসমূহ শেখানো হলো। এটি শুনে একজন বৃদ্ধ কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন: আমার বয়স ৭০ বছর হয়ে গেছে কিন্তু গোসলের ফরযগুলো আমার জানা ছিল না, আজ কাফেলার বরকতে আমি গোসলের ফরযগুলো শিখতে পেরেছি। আফসোস! আমার তো এটাও জানা ছিল না যে, গোসলে ফরযও রয়েছে। **(নেককার হওয়া ও বানানোর পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি কেবল একজন বৃদ্ধের অবস্থা নয়, আমাদের সমাজে এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে। মুসলমানদের এক বিরাট সংখ্যা এমন রয়েছে যাদের অযূর ফরয ও সুন্নাত জানা নেই, নামাযের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত জানা নেই এবং বহু প্রয়োজনীয় বরং ফরয জ্ঞানও তাদের জানা থাকে না। আফসোসের বিষয় হলো, এগুলো শেখার মানসিকতাও তাদের থাকে না। আমরা কাফেলায় সফর করলে اِنْ شَآءَ الله ফরয ইলমও শেখা যাবে, সুন্নাতও শেখা যাবে এবং আল্লাহ পাক চাইলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধিত হবে।

ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য সফরের নির্দেশ

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ

(পারা: ১১, সূরা: তাওবা: ১২২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং কেন এমন হলোনা যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটা দল বের হতো, যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতো।

জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যায়

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য বের হয়, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। **(মুসলিম, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া, পৃষ্ঠা: ১০৩৯, হাদীস: ২৬৯৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করে দেখুন! ইলমে দ্বীন শেখার খাতিরে আল্লাহর রাস্তায় সফর করা কত ফযীলতের কাজ। জান্নাতে যাওয়া সহজ নয়, এর জন্য ✯ নফসে আম্মারার সাথে যুদ্ধ করতে হয় ✯ শয়তানের সাথে লড়াই করতে হয় ✯ কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করতে হয় ✯ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কাজ করতে হয় ✯ তারপর জান্নাতে পৌঁছানোর জন্য কিয়ামতের ভয়াবহতা অতিক্রম করতে হয় ✯ হিসাব-নিকাশের পর্ব ✯ পুলসিরাত...!! আহ! হাজারো সমস্যা রয়েছে, জান্নাতের পথ সহজ পথ নয়। কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সফর করে, তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেওয়া হয়।

ইলমে দ্বীন অর্জন না করা অনুশোচনার কারণ

প্রিয় নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন সর্বাধিক অনুশোচনা তার হবে, যে দুনিয়াতে ইলমে (দ্বীন) শেখার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু সে শেখেনি। **(তারীখে মাদীনা দামেস্ক, ৫১/১৩৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ সুযোগ আছে, সময় আছে, নিঃশ্বাস চলছে, আমরা কিয়ামতের অনুশোচনা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করি, কাফেলায় সফর করি, اِنْ شَآءَ الله ইলমে দ্বীন শেখা নসীব হবে।

মসজিদকে ঘর বানানোর ফযিলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাফেলা দূর-দূরান্ত এলাকায় যায়, বিভিন্ন শহর, গ্রাম ও জনপদে যায়। এখন সেখানে গিয়ে থাকবে কোথায়? আশিকানে রাসূল মসজিদে অবস্থান করেন, এভাবে কাফেলার বরকতে মসজিদে অধিক থেকে অধিক সময় কাটানোর সৌভাগ্য নসীব হয়।

আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন

একটি ঈমান উদ্দীপক হাদীসে পাক শুনুন! প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি হারিয়ে গেলে (তার পরিবারের লোকজন তাকে সন্ধান করতে থাকে কিন্তু কোথাও তার কোনো সন্ধান মেলে না, অতঃপর দীর্ঘ সময় পর সেই হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি বাড়ি ফিরে এলে) সেই পরিবারের লোকজনের যতটুকু আনন্দ হয়, আল্লাহ পাক সেই বান্দার প্রতি তদ্রূপ সন্তুষ্ট হন, যে যিকির ও নামাযের জন্য মসজিদকে নিজের ঘর বানিয়ে নেয়।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, ১/৪৩৮, হাদীস: ৮০০)

মসজিদকে ঘর বানানোর অর্থ হলো: যেমন ঘরে মানুষের মন বসে, তেমনি মসজিদে যেন বসে। এর অর্থ এই নয় যে, ঘরে যেমন হাসি-মশকরা, আড্ডা ইত্যাদি দেওয়া হয়, মসজিদেও তেমনি শুরু করে দেবে; মসজিদে হাসা কবরে অন্ধকার বয়ে আনে এবং এখানে দুনিয়াবী জায়িয কথাবার্তাও নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়।

নবীগণের পদ্ধতি

✯ হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করে, ফেরেশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া

করতে থাকে। **(তানবীহুল মুগতররীন, পৃষ্ঠা: ১৩৭)** ! سُبْحٰنَ الله ✯ হযরত আতা বিন আবী রাবাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪০ বছর পর্যন্ত মসজিদকে নিজের ঘর বানিয়ে রেখেছিলেন (অর্থাৎ মসজিদেই থাকতেন, প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বেরই হতেন না)। ✯ হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (মসজিদের প্রতি তার এমন ভালবাসা ছিল) বলতেন: যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন না থাকত, তবে আমি কখনোই মসজিদ থেকে বের হতাম না। ✯ হযরত আবু সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মসজিদে অবস্থান করাকে আঁকড়ে ধরো! কেননা মসজিদে বসা নবীগণের পদ্ধতি। **(তানবীহুল মুগতররীন, পৃষ্ঠা: ১৩৭)**

! سُبْحٰنَ الله জানা গেল; মসজিদে থাকা, মসজিদে অধিক থেকে অধিক সময় অতিবাহিত করা নবীগণ, ওলীগণ ও নেককার ব্যক্তিদের পদ্ধতি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই সৌভাগ্যও কাফেলার বরকতে আমাদের নসীব হয়ে থাকে।

নফল নামায পড়ার সৌভাগ্য

কাফেলায় সফরের বরকতে মসজিদে তাকবীরে উলার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় এবং তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত ও আওয়াবীনের মতো নফল নামায পড়ার সৌভাগ্যও নসীব হয়।

এখন দেখুন! আমাদের মাঝে আমলের তো অভাব রয়েছেই, সেই সাথে ইলমেরও অনেক অভাব রয়েছে। হয়তো আমাদের মধ্যেও এমন অনেকে আছেন যাদের ইশরাক, চাশত ও আওয়াবীন সম্পর্কে জানা নেই যে, এগুলো কোন নামায। অথচ আওয়াবীনকে সালেহীনের নামায বলা হয়েছে। অথচ কুরআনে করীমে সালাতুল আওয়াবীন আদায়কারীদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে: **(দুররে মানসূর, পারা: ২১, সূরা সাজদাহ, ১৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৫৪৬)**

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِیَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْیُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾

(পারা: ২১, সূরা: সাজদা: ১৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং কোন ব্যক্তির জানা নেই যে নয়নাভিরাম তাদের জন্য লুক্কায়িত রাখা হয়েছে পুরস্কারস্বরূপ তাদের কৃতকর্মের।

কত চমৎকার প্রতিদান, কত সুন্দর পুরস্কার! যারা সালাতুল আওয়াবীন পড়েন, তাদের জন্য আল্লাহ পাক এমন সব নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। এখন এই সালাতুল আওয়াবীন কী? ইশরাক ও চাশতের নামায কোনটি? কাফেলায় সফর করুন! اِنْ شَآءَ الله এই নামাযগুলো সম্পর্কে জ্ঞানও অর্জিত হবে এবং একই সাথে এই নামাযগুলো পড়ারও সৌভাগ্য নসীব হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আশিকানে রাসূলের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম

কাফেলায় সফরের একটি বরকত এও যে, এর মাধ্যমে নেক সাহচর্য নসীব হয়। হ্যাঁ! যারা ঘর থেকে বের হয়েছেন, সন্তান-সন্ততি থেকে দূরত্ব অবলম্বন করেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়েছেন, দূর-দূরান্ত এলাকায় যেখানে তাদের কোনো পরিচিতজন নেই, কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, কেবল ও কেবল দ্বীনের খাতিরে, ইলমে দ্বীন শেখার খাতিরে, নেক কাজের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার খাতিরে, সুন্নাত শেখা ও শেখানোর খাতিরে সফর করে বের হয়েছেন, মসজিদকে তথা আল্লাহ পাকের ঘরকে নিজেদের থাকার জায়গা বানিয়েছেন, তারা যদি নেককার না হন, তবে বলুন! আর কে নেককার হবে...? اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলার মুসাফিরগণ, এরপর যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার

অধিবাসী মুসলমানগণ, মসজিদের নামাযীগণ, আশিকানে রাসূল; কাফেলার বরকতে তাদের সান্নিধ্য অর্জিত হয়।

কাফেলায় সফর করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রাস্তায় সফরের এ ছাড়া আরও বহু বরকত রয়েছে, আপনারাও কাফেলায় সফর করুন! اِنْ شَآءَ الله ✯ রোগব্যাধি দূর হবে ✯ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি মিলবে ✯ রিযিকে বরকত নসীব হবে ✯ দোয়া কবুল হবে ✯ পারিবারিক কলহ-বিবাদ ও অন্যায় মামলা-মোকদ্দমা দূর হবে ✯ নেককার বান্দাদের সাহচর্য মিলবে ✯ সুন্নাতের উপর আমল করার, নেককার হওয়ার এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা গড়ে উঠবে ✯ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নসীব হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ৩ দিন, ১২ দিন, এক মাস এবং ১২ মাসের কাফেলায় ক্রমাগত সফর করেই চলেছে। আপনারা নিজেরা কাফেলার মুসাফির হোন! নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, ছেলে, ভাই, কাজিন এবং বন্ধুবান্ধব ইত্যাদিদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে সফর করান! মোবাইলে, এসএমএসের মাধ্যমে, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে, ব্যস যার সাথে যেখানে দেখা হয়, কথা হয়, কাফেলার জন্য উৎসাহ দিতে থাকুন। اِنْ شَآءَ الله নেক কাজের দাওয়াত দেওয়ার সাওয়াব মিলবে।

নেক আমল নম্বর ১৫

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলী পালন করতে, তার আনুগত্য করতে, নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকতে এবং নেক কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের

সাথে যুক্ত হয়ে যান, আশিকানে রাসূলের সাথে কাফেলায় সফর করুন এবং নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। যখন মানুষ প্রতিদিন নিজের হিসাব করে যে, আজ আমি কী করলাম, কোন ভালো কাজ ও কোন মন্দ কাজ করলাম, তখন তার পক্ষে নিজেকে সংশোধন করা সহজ হয়ে যায়। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত "৭২টি নেক আমল" শরীয়ত ও তরীকতের এমন এক সমন্বিত সংকলন যে, এগুলোর উপর আমল করলে নেক কাজ করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার অভ্যাস তৈরি হয়। এই নেক আমলগুলোর মধ্য হতে একটি নেক আমল নম্বর ১৫ হলো: আপনি কি আজ আপনার আমলের পর্যালোচনা করে "নেক আমল" পুস্তিকার ঘরগুলো পূরণ করেছেন?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সালাম দেওয়ার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা "১০১ মাদানী ফুল" থেকে সালাম দেওয়ার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ✯ মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় তাকে সালাম দেওয়া সুন্নাত। ✯ মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "বাহারে শরীয়ত" ৩য় খণ্ডের ৪৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণের সারসংক্ষেপ হলো: সালাম দেওয়ার সময় অন্তরে এই নিয়ত থাকবে যে, যাকে আমি সালাম দিতে যাচ্ছি তার জান-মাল এবং ইজ্জত-সম্ভ্রম সবই আমার আশ্রয়ে নিরাপদ এবং আমি এগুলোর কোনোটিতে হস্তক্ষেপ করা হারাম মনে করি। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/৪৫৯, ১৬তম অংশ)** ✯ দিনে যতবারই দেখা হোক না কেন, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার যাতায়াত হোক না কেন, সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের

সালাম দেওয়া সাওয়াবের কাজ। ✯ সালামে অগ্রগামিতা প্রদর্শন করা সুন্নাত। ✯ সালামে অগ্রগামিতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। ✯ সালামে অগ্রগামিতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি অহংকার থেকেও মুক্ত, যেমনটি আমাদের শাফায়াতকারী আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহংকার থেকে মুক্ত। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৩৩, হাদীস: ৮৭৮৬)** ✯ সালামে অগ্রগামিতা প্রদর্শনকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তরদাতার উপর ১০টি রহমত নাযিল হয়। **(কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১/৩৯৪)**

ঘোষণা

সালাম দেওয়ার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব সেগুলো জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২২ অক্টোবর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

সালাম দেওয়ার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

✯ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে ১০টি নেকী অর্জিত হয়। সাথে وَرَحْمَةُ الله বললে ২০টি নেকী হয়ে যাবে এবং وَبَرَكَاتُه যোগ করলে ৩০টি নেকী পাওয়া যাবে। ✯ কিছু লোক সালামের সাথে 'জান্নাতুল মাকাম' এবং 'দোযখুল হারাম' শব্দ বৃদ্ধি করে দেয়, এটি ভুল পদ্ধতি; এমনকি কিছু উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি তো مَعَاذَالله এ পর্যন্ত বকে ফেলে: "আপনার সন্তানেরা আমার গোলাম।" ✯ সালামের উত্তর অবিলম্বে এবং এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যেন সালামদাতা শুনতে পায়। ✯ সালাম ও সালামের উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন। প্রথমে আমি বলছি আপনারা শুনে পুনরাবৃত্তি করুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ। এবার প্রথমে আমি উত্তর শোনাচ্ছি অতঃপর আপনারা তা পুনরাবৃত্তি করুন: وَعَلَيْكُمُ السَّلَام।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অসদাচরণ থেকে মুক্তির দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "অসদাচরণ থেকে মুক্তির দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ مُنْکَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি মন্দ চরিত্র, মন্দ আমল এবং মন্দ প্রবৃত্তি থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। **(ফয়যানে দোয়া, পৃষ্ঠা: ২৭৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং- ৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে

নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের

পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد